২

সামাজিক কাঠামো এবং সামাজিকীকরণ
Social Structure and Socialization

সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় সামাজিক কাঠামো হল উক্ত বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যার সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক রয়েছে প্রচুর। তবে একথা ঠিক যে, সামাজিক কাঠামোসমাজে বিদ্যমান মানুষের জটিল সম্পর্কের জালকে বিশ্লেষণ করে। দ্য তোকভিল কর্তৃক এ প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহৃত হলেও সমাজবিজ্ঞানে এটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন হাবার্ট স্পেনসর। পরবর্তীতে ডুর্খীম, মর্গান, মার্কস্ এবং অন্যান্যরা এ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ ধারণা প্রদান করেন। কার্ল মার্কস্ সমাজ কাঠামোকে বিশ্লেষণ করলেও সামাজিক কাঠামোর সরাসরি কোন সংজ্ঞা তিনি দেননি। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা যিনি দিয়েছেন তিনি হল বিখ্যাত বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সব সম্পর্ককেই তিনি সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ বলে বর্ণনা করেন। সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানে গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং অবস্থান ও ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক কাঠামোর ধারণাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সত্তরের দশকে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টিকারী মার্কসীয় ধারণা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় সামাজিক কাঠামোর আলোচনায় মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণার মধ্যে বিভাজন করা হয়। মার্কসের মতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত সামাজিক সম্পর্কের জালই সামাজিক কাঠামোযার ভিত্তি ও উপরিকাঠামো নামে দু'টি অংশ বিদ্যমান এবং এ ভিত্তি হচ্ছে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যা আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কস্ সামাজিক কাঠামোকে বিবর্তনশীল বলে মনে করেন যেখানে উৎপাদনশক্তি ও উৎপাদনসম্পর্কের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত রূপ হল উৎপাদন পদ্ধতি মঢ়ণ মত রেমঢলর্ডধমভ। এই উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে সামাজিক কাঠামোর যার এক দিকে উৎপাদনসম্পর্ক ও উৎপাদনশক্তির দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং উৎপাদক শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। আর এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ধনতান্ত্রিক সমাজে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সামাজিক কাঠামোর আলোচনায় আরেকটি দিক হল অমার্কসীয় ধারণা যা ব্যাপ্তি ও ভিন্নতার দিক থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিসর। মার্কসীয় ধারণার পাশাপাশি বিবর্তনবাদী, কাঠামোবাদী এবং ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেও সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।বিবর্তনবাদে সমাজ কাঠামোকে দেখা হয়েছে বিশ্ব ইতিহাসের পর্যায়ে যেখানে সামাজিক কাঠামোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয় জৈবিক ঐতিহ্য, প্রযুক্তির বিকাশ, পরিবেশ ও প্রয়োজনীয়তা নামক চারটি উপাদানের দ্বারা। কাঠামোবাদে সমাজ কাঠামোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতাহীন বলে মনে করা হয়। চিন্তার ছক বা মডেলের মাধ্যমে সামাজিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করা যায়। ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে মনে করা হয়, সামাজিক কাঠামোএকটি সমগ্র যার অংশগুলি সমগ্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবদান রাখে। তাছাড়া পিটার ব্লাউ-এর বিনিময় তত্ত্বে সামাজিক কাঠামোহল উপলব্ধিগত সমাজ জীবনের ছক, লক্ষ্যণীয় নিয়ম এবং সনাক্তকৃত বিন্যাস।

সামাজিকীকরণ সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা একই সাথে সমাজের শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধকে আত্তীকরণ এবং সামাজিক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের সদস্য হতে শিক্ষা লাভ করি। এই সামাজিকীকরণের রয়েছে বিভিন্ন তত্ত্ব ও বাহন।

এ সকল বিষয় নিয়েই এই ইউনিটে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে:

- পাঠ-১ঃ সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
- পাঠ-২ঃ সামাজিক কাঠামোর মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণা
- পাঠ-৩ ঃ সামাজিকীকরণ

পাঠ-১

সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Definitions and Nature of Social Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক কাঠামোর ধারণা ও সংজ্ঞা*
- *সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি*
- *সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা*

ভূমিকা

সামাজিক কাঠামো সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। এর মাধ্যমে সমাজে মানুষের সাথে মানুষের যে জটিল সম্পর্কজাল ও সমাজের বিভিন্ন অংশের যে বিন্যাস তা অনুধাবন করা যায়। সামাজিক কাঠামো কি এ নিয়ে তর্ক প্রচুর। ফলে সামাজিক কাঠামোকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রত্যয়টির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ভাবে।

সামাজিক কাঠামো প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন ১৮৩৫ সালে দ্য তকভিল (১৮০৫-১৮৫৯)। তাঁর পরে এটি ব্যবহার করেন সমাজবিজ্ঞানী হাবার্ট স্পেনসর (১৮২০–১৯০৩)। প্রত্যয়টির ব্যবহার কার্ল মার্কস্ -এর লেখায়ও পাওয়া যায়।

সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা

সামাজিক কাঠামো নিয়ে মার্কস্ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেও এর সরাসরি কোন সংজ্ঞা তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। সামাজিক কাঠামোর স্পষ্ট সংজ্ঞা দেন বৃটিশ নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন (১৮৮১-১৯৫৫)। তাঁর মতে সমাজের অংশগুলো এমন ভাবে বিন্যস্ত যে তা একটি সমগ্র তৈরি করে এবং এই সমগ্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য কাজ করে। সমাজের অংশগুলোর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে তিনি কাঠামো বলে অভিহিত করেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন তাঁর সংজ্ঞা দিয়েছেন ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

নৃবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিত থেকে এর উপাদানগুলোকে চিহ্নিত করেছেন রেমন্ড ফার্থ Raymond Firth। সামাজিক কাঠামোর প্রধান উপাদান হচ্ছে গোত্র, জাত, বয়স-গোষ্ঠী age-set, গোপন সমাজ, জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মত দীর্ঘস্থায়ী গোষ্ঠীগুলো।

সমকালীন সংজ্ঞা

সামাজিক বিজ্ঞানের অভিধান A Dictionary of Social Sciences-এ সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে, "যে অর্থে স্পেনসর এবং অনেক সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানীরা প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন, সে অর্থে সামাজিক কাঠামো বলতে বোঝায় বিশেষ এবং পরস্পর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর (অবস্থান এবং কর্মকান্ডের বা কর্মকদের বিন্যাস যা প্রতিষ্ঠানগুলোতে থাকে) কম-বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিন্যাস। এর সবগুলো বিশেষ চাহিদা এবং সক্ষমতাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী হিসাবে প্রাকৃতিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে-পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করেছে এবং পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে।"

"In the sense in which Spencer and many more recent sociologists have used the concept, social structure refers to a more or less distinctive arrangement (of which there may be more than one type) of spcialised and mutually dependent institutions (and the institutional organizations of positions and/ or of actors which they imply) all evolved in the natural course of events as groups of human beings, with given needs and capacities have interacted with each other (in various modes of interactions) and sought to cope with their environment."

এই সংজ্ঞা থেকে আমরা বুঝতে পারি–

- ❑ সামাজিক কাঠামো মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে।
- ❑ মানব গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক ভিন্ন হয় তার কারণ তাদের চাহিদা ও সক্ষমতা ভিন্ন থাকে এবং তারা পরস্পরের সাথে এবং পরিবেশের সাথে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মিথস্ক্রিয়া করে।
- ❑ সামাজিক কাঠামোর ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অবস্থান status এবং ভূমিকা role।

জেমস ডব্লিউ. ভি. জ্যানডেন James W.V. Zanden -এর ভাষায় সামাজিক কাঠামো বলতে বোঝায় সমাজ ব্যবস্থার অংশগুলোর মধ্যে যে পুনঃ সংঘটনশীল ও ছক-বাঁধা সম্পর্ক বিরাজ করে তাকে।

"Social Structure refers to the recurrent and patterned relationships that exists among the components of a social system."

সামাজিক কাঠামোর এই ধারণাটিই এখন পরিব্যাপ্ত। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী হ্যারী এম জনসনের মতে সামাজিক কাঠামোর চারটি স্তর রয়েছে।

- ❒ মূল্যবোধঃ মূল্যবোধ তুলে ধরে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আদর্শ। গণতান্ত্রিক আদর্শ মূল্যবোধের একটি উদাহরণ।
- ❒ প্রাতিষ্ঠানিক ছকঃ জ্ঞাতি-দায়িত্ব, সম্পত্তি (অধিকার এবং দায়-দায়িত্ব), কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক ছকের উদাহরণ।
- ❒ গোষ্ঠী ঃ পরিবার, বিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি গোষ্ঠীর উদাহরণ।
- ❒ অবস্থান এবং ভূমিকা ঃ অবস্থানের উদাহরণ হচ্ছে মা-বাবা, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি।

সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানে এই শ্রেণীকরণ গৃহীত না হলেও, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং অবস্থান ও ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক কাঠামোর রূপটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি

সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি হচ্ছে সামাজিক মিথস্ক্রিয়া। কম-বেশি স্থায়ী সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সামাজিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়– যেমন, প্রতিবেশীবর্গ, খেলার সঙ্গী, ফুটবল টীম। সৃষ্টি হয় প্রতিষ্ঠানের– পরিবার, বিদ্যালয়, ধর্ম, রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র প্রভৃতির। গোষ্ঠী অথবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকে ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থান status এবং ভূমিকা role।

অবস্থান Status

ইট দিয়ে যেমন বাড়ি তৈরি করা হয় তেমনি অবস্থান দিয়ে সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে। অবস্থান দু'রকমের - অর্পিত Ascribed ও অর্জিত Achieved। অর্পিত অবস্থান জৈবিকভাবে বা জন্মসূত্রে ব্যক্তির উপর আরোপিত হয় এবং ব্যক্তির পক্ষে তা বদল করা সম্ভব নয়। নারী, পুরুষ, তরুণ, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, হরিজন প্রভৃতি আরোপিত অবস্থানের উদাহরণ। অর্জিত অবস্থান হচ্ছে যা

কোন ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা এবং দক্ষতার মাধ্যমে অর্জন করে। এর উদাহরণ হচ্ছে কলেজের অধ্যক্ষ, হাইকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি।

ভূমিকা Role

অবস্থানের সাথে সামাজিকভাবে চিহ্নিত যে সমস্ত অধিকার এবং দায়িত্ব যুক্ত থাকে তাকে ভূমিকা বলা হয়। সমাজে ব্যক্তির প্রায় সব কাজই ভূমিকার পরিসরে ঘটে থাকে। একই ব্যক্তির অজস্র অবস্থান ও ভূমিকা থাকে।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান Social Institution

সমাজে মানুষের অধিকাংশ কাজ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এগুলোকে আমরা প্রতিষ্ঠান বলে থাকি। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী নীল স্মেলসারের মতে "কিছু সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তৈরি ভূমিকা ও অবস্থানের গুচ্ছ হচ্ছে প্রতিষ্ঠান।"

"An institution is a cluster of roles and statuses designed to meet a certain social need."

সারাংশ

সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসাবে সামাজিক কাঠামো মানুষের সাথে মানুষের জটিল সম্পর্কের জাল ও সমাজের বিভিন্ন অংশের বিন্যাসকে নির্দেশ করে। নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের অংশগুলোর মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ককে সামাজিক কাঠামো অভিহিত করেছেন। সমাজ ব্যবস্থার অংশগুলোর মধ্যে পুন:সংঘটনশীল ও ছক-বাঁধা সম্পর্ককে জেমস ডব্লিউ ভি. জ্যানডেন সামাজিক কাঠামো বলে চিহ্নিত করেছেন।

সামাজিক কাঠামোর ভিত্তি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া যা সামাজিক গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করে যেখানে থাকে ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থান ও ভূমিকা। সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানে গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এবং অবস্থান ও ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক কাঠামোর ধারণাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. 'সামাজিক কাঠামো' প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম কে ব্যবহার করেন?

ক. কার্ল মার্কস্ খ. হাবার্ট স্পেনসর

গ. দ্য তকভিল ঘ. র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন

২. মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী হ্যারী এম. জনসনের মতে সামাজিক কাঠামোর স্তর কয়টি?

ক. ২টি খ. ৪টি

গ. ৬টি ঘ. ৮টি

৩. অবস্থানের সাথে সামাজিকভাবে যে সমস্ত অধিকার এবং দায়িত্ব যুক্ত থাকে, তাকে কি বলে?

ক. মূল্যবোধ খ. অবস্থান

গ. ভূমিকা ঘ. কোনটিই নয়

৪. "কিছু সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য তৈরি ভূমিকা ও অবস্থানের গুচ্ছ হচ্ছে প্রতিষ্ঠান।"– এটি কার উক্তি?

ক. নীল স্মেলসার খ. হাবার্ট স্পেনসর

গ. রবার্ট মার্টন ঘ. ট্যালকট পার্সনস্

৫. "সামাজিক কাঠামো বলতে বোঝায় বিশেষ এবং পরস্পর নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানগুলোর কম বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিন্যাস"– এটি কাদের মতামত?

ক. র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ও রেমন্ড ফার্থ

খ. হাবার্ট স্পেনসর ও সাম্প্রতিক সমাজবিজ্ঞানীদের

গ. কার্ল মার্কস্ ও ম্যাক্স ভেবার

ঘ. উপরের সবগুলো

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সামাজিক কাঠামোর মৌল উপাদানগুলো কি কি ?

২. সমকালীন সংজ্ঞানুযায়ী সামাজিক কাঠামো কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক কাঠামো কি? সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হিসাবে সামাজিক কাঠামোর প্রকৃতি ও ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. সামাজিক কাঠামোর সংজ্ঞা ও প্রকৃতির বিশদ আলোচনা করুন।

পাঠ-৭

সামাজিক কাঠামোর মার্কসীয় এবং অমার্কসীয় ধারণা
Marxist and Non-Marxist Concept of Social Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিক কাঠামোর মার্কসীয়মতবাদ*
- *বিবর্তনবাদ, কাঠামোবাদ ও বিনিময় তত্ত্ব সংক্রান্ত সামাজিক কাঠামোর অমার্কসীয়ধারণা*

ভূমিকা

সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে মার্কসীয় ধারণা সত্তরের দশকে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। মার্কসীয় ধারণা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে অনেক সময় মার্কসীয় এবং অমার্কসীয় ধারণার মধ্যে বিভাজন টানা হয়। অমার্কসীয় চিন্তার মধ্যে নানা এবং এমনকি বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট মার্টনের Robert Merton এর মতে সামাজিক কাঠামো বোঝার জন্য যে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়েছে তা সমাজবিজ্ঞানের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা প্রতিটি মতই বাস্তবতার এক একটি অবয়বকে তুলে ধরে।

সামাজিক কাঠামোর মার্কসীয় মতবাদ

কার্ল মার্কস্ সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণ করেছেন যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নামে পরিচিত। মার্কস্ -এর মতে মানুষের কিছু বাস্তব চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের জন্য সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত এই সম্পর্কগুলোর জাল সামাজিক কাঠামো। মার্কস্ -এর মতে সামাজিক কাঠামোর দু'টি অংশ রয়েছে– ভিত্তি Base এবং উপরিকাঠামো।ভিত্তি উপরিকাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে; উপরিকাঠামো ভিত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্বে বস্তুগত উৎপাদন সম্পর্কের সমগ্র রূপ নিয়ে সৃষ্টি হয় ঐ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা ভিত্তি। এই 'বাস্তব ভিত্তি'র উপর সৃষ্টি হয় আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার উপরিকাঠামো যা ভিত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকাতে ইংরেজীSuper Structure শব্দটির বিপরীতে Base শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজী Base শব্দটির বাংলা হিসাবে এই বইয়ে ভিত্তি শব্দটি ব্যবহৃত হল। Basic structure (মৌল কাঠামো) বলে কোন প্রত্যয় পশ্চিমের মার্কসবাদীদের লেখায় সচরাচর ব্যবহার করা হয় না।

মার্কস্ -এর ভাষায়,

> *In the social productions of their life men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspondent to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation on which*

rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness.

জীবনের সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করে যা অপরিহার্য এবং তাদের ইচ্ছার উর্ধ্বে বিরাজমান উৎপাদনের এই সম্পর্কগুলো বস্তুগত উৎপাদন শক্তির উন্নয়নের নির্দিষ্ট স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উৎপাদন সম্পর্কের এই সমগ্র রূপ সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করে– এটি হচ্ছে বাস্তব ভিত্তি যার উপর গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো এবং সামাজিক চেতনার [ভিত্তির সাথে] সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দিষ্টরূপ।

মার্কস্ -এর মতে সামাজিক কাঠামো স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। ইতিহাসের বিবর্তনশীল রূপকে বোঝার জন্য মার্কস্ ব্যবহার করেছেন উৎপাদন পদ্ধতির ধারণা। উৎপাদন পদ্ধতি Mode of Production বলতে বোঝায় উৎপাদনসম্পর্ক এবং উৎপাদনশক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত রূপ। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদক এবং অনুৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই হচ্ছে উৎপাদনসম্পর্ক। উৎপাদনশক্তি বলতে কি বোঝায় তা মার্কস্-এঙ্গেলের লেখায় সম্পূর্ণ স্পষ্ট না হলেও, তাঁরা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কাঁচামাল, উৎপাদনের হাতিয়ার, শ্রমশক্তি, জ্ঞান এবং শ্রমবিভাজনকে।

মার্কস্ মানব ইতিহাসের পাঁচটি উৎপাদন পদ্ধতির অস্তিত্ব এবং সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। আদিম সাম্যবাদ ও এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি, দাস ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ। প্রাচ্যে কেন পাশ্চাত্যের মত শ্রেণী বিভক্ত সমাজ বা ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ করেনি তা ব্যাখ্যা করতে যেয়ে মার্কস্ প্রায়-নিশ্চল এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির কথা তুলে ধরেছেন। এশীয় উৎপাদন পদ্ধতির উপর মার্কস্ -এর অভিমত নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

মার্কস্ -এর মতে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে এবং প্রতিটি সমাজ গঠনের Social Formation রূপ ভিন্ন। আদিম সাম্যবাদী সমাজ শ্রেণীবিহীন এবং মৌল দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। দাস সমাজে দাসপ্রভু এবং ক্রীতদাস, সামন্ত সমাজে সামন্তপ্রভু এবং ভূমিদাস, ধনতন্ত্রে বুর্জোয়া এবং সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সামাজিক কাঠামোর বিবর্তনের রূপরেখা তুলে ধরে। সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে একদিকে উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে উৎপাদনের উপায়ের মালিক এবং উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব। ধনতান্ত্রিক সমাজে এই দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে সমাজতন্ত্র। মার্কস্ -এর চিন্তায় সামাজিক কাঠামো অনুধাবনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে শ্রেণীকাঠামো। প্রতিটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মালিক শ্রেণী উৎপাদক শ্রেণীর উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করে এবং এই শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্য উপরিকাঠামোকে ব্যবহার করে। আইনী, রাজনৈতিক এবং ভাবাদর্শগত কাঠামোকে ব্যবহার করা হয় মালিক শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখার জন্য।

সামাজিক কাঠামোর অমার্কসীয় ধারণা

ব্যাপ্তি এবং ভিন্নতার দিক থেকে সামাজিক কাঠামোর অমার্কসীয় ধারণার পরিসর অনেক বড় এবং তার সারাংশ তুলে ধরা সম্ভব নয়। নিচের আলোচনায় বিবর্তনবাদী, কাঠামোবাদী ও ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক কাঠামোকে যেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার উদাহরণ তুলেধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ক্রিয়াবাদের একটি সাধারণ দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠেছে এবং এর ফলে এখানে তাত্ত্বিকের নাম অপ্রয়োজনীয়, অন্যদিকে কাঠামোবাদ এবং বিবর্তনবাদের মধ্যে সামাজিক কাঠামো নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে। এখানে তাই দু'জন অত্যন্ত খ্যাতিমান নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর তত্ত্ব আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি তত্ত্ব খুব বেশি ভিন্ন। মনে রাখা প্রয়োজন বহুমুখী তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের সফলতার একটি দিক।

বিবর্তনবাদী তত্ত্ব

Gerhard E. Lenski একজন মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী যিনি তাঁর *Power and Privilege* নামক গ্রন্থে সামাজিক কাঠামোর বিবর্তনের খুব উল্লেখযোগ্য একটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন। লেন্সকির মতে বিবর্তনের রূপটি শুধু ধরা যায় বিশ্ব ইতিহাসের পর্যায়ে। সামাজিক কাঠামোর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয় চারটি উপাদানের দ্বারা। প্রথমটি হচ্ছে মানুষের জৈবিক ঐতিহ্য এবং যে জৈবিক ঐতিহ্যের দ্বারা সে পরিবেশের সাথে অভিযোজন করে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রযুক্তির বিকাশ যার মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে প্রকৃতির উপর আধিপত্য সৃষ্টি করতে পেরেছে। তৃতীয়টি হচ্ছে পরিবেশ, বিশেষ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা যা তথ্য প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শেষ নির্ধারক হচ্ছে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রতিযোগিতা। এই নির্ধারকগুলো হাজার হাজার বছর ধরে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সৃষ্টি করছে এবং এগুলো কম-বেশি আধুনিক সমাজের জন্য ক্রিয়াশীল।

এই চারটি নির্ধারক, বেঁচে থাকার উপায় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে লেন্সকি চার ধরনের সমাজ ও সামাজিক কাঠামোর কথা বিবৃত করেছেন: শিকার এবং সংগ্রহ সমাজ, উদ্যান-কৃষি সমাজ, কৃষি সমাজ এবং শিল্প সমাজ।

কাঠামোবাদী লেভি-স্ত্রস

ফরাসী নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভীস্ত্রোসের কাঠামোবাদ নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্যতত্ত্ব ও সংস্কৃতি চর্চায় সত্তর দশকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কাঠামোবাদী লেভি-স্ত্রস ভাষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করেছিলেন সামাজিক কাঠামোর সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই। সামাজিক কাঠামো চিন্তার একটি ছক– একটি মডেল যার মাধ্যমে আমরা বাস্তবতার বিশ্লেষণ করতে পারি। কেননা তত্ত্বকে বাস্তব ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় না– যুক্তি ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা যায়– কিছুটা গণিতের মত। মানব চিন্তার একটি সর্বজনীন রূপ রয়েছে। এর গভীর ভিত্তি হচ্ছে মানুষের জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং যার প্রকাশ ভাষার মধ্যে। সমাজের কাঠামো ভাষার মত বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি। এই উপাদানগুলোর বিন্যাস হচ্ছে বিপ্রতীপ যুগ্ম উপাদানের রূপে ০-১, সাদা-কালো, লাল-সবুজ প্রভৃতি। সামাজিক সম্পর্কের রূপের মধ্যে এই বিন্যাস আমরা লক্ষ্য করে থাকি। জ্ঞাতি-সম্পর্ক, খাদ্যাভ্যাস, উপকথা থেকে ট্রাফিক সিগন্যালের মধ্যে বিষয়টি দেখতে পাওয়া যায়। কাঠামোবাদকে ট্রাফিক সিগন্যালের উদাহরণ দিয়ে চমৎকারভাবে বোঝানো যায়। লাল সব সংস্কৃতিতেই শংকার সংকেত। লাল বাতির অর্থ যাওয়া বিপজ্জনক এবং নিষিদ্ধ। সবুজ শুভ'র প্রতীক এবং সবুজ বাতির অর্থ যাত্রা বাধাহীন। হলুদ বাতি একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। হলুদ বাতির উদাহরণ কাঠামোবাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে– কাঠামোর বিন্যাস পরিবর্তিত হয় এবং এই পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। প্রকৃতিতে কাঁচা সব্জির রূপান্তর ঘটে নষ্ট হয়ে যাবার মধ্যে। সংস্কৃতির মধ্যে তার রূপান্তর ঘটে খাবার হিসাবে ।

ক্লদ লেভি-স্ত্রসের (১৯০৮-) জন্ম ১৯০৮ সালে বেলজিয়ামে। তিনি সমকালীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃবিজ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবী। প্যারিসে তিনি পড়াশুনা করেছিলেন দর্শনশাস্ত্রে। কিন্তু ১৯৩৪ সালে তিনি ব্রাজিলে যেয়ে আদিবাসীদের মধ্যে গবেষণা করেছিলেন এবং আদিম সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনের সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে তিনি College de France এর পূর্ণ অধ্যাপক পদ অলংকৃত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ তাঁর সুপারিশে ও UNESCO এর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে The Elementary Structures of Kinship, The Savage Mind, Totemism.

সামাজিক কাঠামোর ক্রিয়াবাদী তত্ত্ব

ক্রিয়াবাদী তত্ত্বে মনে করা হয় সামাজিক কাঠামো একটি সমগ্র যার অংশগুলো সমগ্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবদান রাখে। সামাজিক কাঠামোর ক্ষুদ্রতম ইউনিট হচ্ছে অবস্থান ও ভূমিকা। একগুচ্ছ অবস্থান ও ভূমিকা নিয়েগড়ে ওঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সামাজিক কাঠামো। সামাজিক কাঠামো এমনভাবে কাজ করে যাতে সমাজের ভারসাম্য বজায় থাকে।

বিনিময় এবং সামাজিক কাঠামোর তত্ত্ব
পিটার ব্লাউ

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী পিটার ব্লাউ Peter Blau বিনিময় তত্ত্বের একজন প্রধান প্রবক্তা এবং সামাজিক কাঠামোর উপর সাম্প্রতিককালের শীর্ষ তাত্ত্বিক। তাঁর মতে "সমাজ জীবনের যে ছক উপলব্ধি করা যায়, যে নিয়ম লক্ষ্য করা যায় এবং যে বিন্যাস সনাক্ত করা যায়" তাই হচ্ছে সামাজিক কাঠামো।

তাঁর মতে সামাজিক কাঠামো বুঝতে হলে আমাদের কয়েকটি দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন–

- সামাজিক কাঠামোর কোন পর্যায় আমরা বুঝতে চাই? ছোট গোষ্ঠীর পরিসরে micro level-এ, না বড় গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে meso level এ, না সমাজের পর্যায়ে macro level এ ?
- সময়ের অবয়ব কি ঐতিহাসিক, না সময়-নিরপেক্ষ কাঠামো?
- সামাজিক কাঠামোর নির্ধারকগুলো কি মন, না বাইরের পরিবেশ, না অর্থনৈতিক কাঠামো?

সামাজিক কাঠামো বুঝতে হলে প্রথমেই দৃষ্টি প্রদান করা প্রয়োজন পৃথকীকরণের উপর। সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য রয়েছে যা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টি করে। নারী-পুরুষ, জনসংখ্যার বয়স, উপজাতির জ্ঞাতি সম্পর্ক, প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব, সমাজের শ্রেণী কাঠামো– এসবই সামাজিক সম্পর্ককে ভিন্ন ভিন্নভাবে নির্মাণ করে এবং এসবগুলোই সামাজিক কাঠামোর উপাদান।

অবস্থানের পৃথকীকরণ সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে ব্যাহত করে, অন্যদিকে অবস্থানের বহুমুখীতা সামাজিক যোগাযোগ বাড়িয়ে দেয়। এলিট বা শীর্ষজনের সাথে সাধারণ মানুষের অবস্থানের দূরত্ব বেশি হলে শীর্ষজন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হ্রাস পায়। আধুনিক সমাজে নানা ধরনের পেশাগত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে

দেয়। ক্লাবে, হোটেলে, সেমিনারে, পার্টিতে বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এভাবে ব্লাউ শ্রমবিভাজন , কর্তৃত্ব, কর্ম-সংগঠন organization of work কিভাবে সামাজিক কাঠামোর ভিন্ন ভিন্ন রূপ তুলে ধরে তা আলোচনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই ব্লাউ সামাজিক কাঠামোর ম্যাক্রো পর্যায় macro level এর তত্ত্ব নির্মাণ করার জন্য সমাজ জীবনের বিভাজকগুলো-বয়স, লিঙ্গ, বর্ণ, আয়, শিক্ষা, পেশা, শ্রেণী প্রভৃতিকে ব্যবহার করেছেন।

সারাংশ

সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণে মার্কসীয় ও অমার্কসীয় ধারণায় প্রভেদ লক্ষ্যণীয়। মার্কস্ - এর মতে মানুষের কিছু বাস্তব চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণে সৃষ্ট সামাজিক সম্পর্কগুলোর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত জালই হচ্ছে সামাজিক কাঠামো যার ভিত্তি ও উপরিকাঠামো নামে দু'টি অংশ বিদ্যমান। বস্তুগত উৎপাদন সম্পর্কের সমগ্র রূপ নিয়ে সমাজ বিকাশের একটি নির্দিষ্ট পর্বে সৃষ্টি হয় ঐ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বা ভিত্তি। আর এই বাস্তব ভিত্তির উপর সৃষ্টি হয় উপরিকাঠামো যা আইনগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার সাথে সম্পর্কিত। বিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোকে বোঝার সুবিধার্থে তিনি প্রয়োগ করেছেন উৎপাদন পদ্ধতির ধারণাটি যা উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সমন্বিত রূপ।

ব্যাপ্তি ও ভিন্নতায় সামাজিক কাঠামোর অমার্কসীয় ধারণার পরিসর বড়। এর মধ্যে বিবর্তনবাদী, কাঠামোবাদী এবং ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণই উল্লেখযোগ্য। বিবর্তনবাদী তত্ত্বে লেন্সকি সামাজিক কাঠামোকে দেখেছেন বিশ্ব ইতিহাসের পর্যায়ে যেখানে সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারিত হয় জৈবিক ঐতিহ্য, প্রযুক্তির বিকাশ, পরিবেশ ও প্রতিযোগিতা নামক চারটি উপাদানের দ্বারা। কাঠামোবাদে ফরাসী নৃবিজ্ঞানী লেভি-স্ত্রস ভাষাতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করেন সামাজিক কাঠামোর সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই এবং এটি একটি ছক বা মডেল যার মাধ্যমে বাস্তবতার বিশ্লেষণ করা যায়। ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধগ সামাজিক কাঠামো একটি সমগ্র যার অংশগুলো সমগ্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য অবদান রাখে। মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী পিটার ব্লাউ তাঁর বিনিময় তত্ত্বে বলেন সমাজ জীবনের যে ছক উপলব্ধি করা যায়, যে নিয়ম লক্ষ্য করা যায় এবং যে বিন্যাস শনাক্ত করা যায় তাই হচ্ছে সামাজিক কাঠামো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১. মার্কসীয় ধারণায় সামাজিক কাঠামোর অংশ কয়টি?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২. Mode of Production বলতে কোনটিকে বোঝায়?

ক. উৎপাদন সম্পর্ক খ. উৎপাদন শক্তি

গ. উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদন শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

ঘ. উপরের কোনটিই নয়

৩. ধনতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদন মালিক এবং উৎপাদক শ্রেণীর দ্বন্দ্বের চূড়ান্তরূপে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে–

ক. গণতন্ত্র খ. স্বৈরতন্ত্র

গ. সমাজতন্ত্র ঘ. রাজতন্ত্র

৪. বিবর্তনবাদী তত্ত্বে লেন্সকি কত ধরনের সমাজ ও সামাজিক কাঠামো উল্লেখ করেন?

ক. ২ ধরনের খ. ৩ ধরনের

গ. ৪ ধরনের ঘ. ৫ ধরনের

৫. কোন নৃবিজ্ঞানী মনে করেছিলেন সামাজিক কাঠামোর সাথে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার কোন সম্পর্ক নেই?

ক. লেন্সকি খ. লেভি-স্ত্রস

গ. পিটার ব্লাউ ঘ. রেডক্লিফ-ব্রাউন

৬. পিটার ব্লাউ-এর মতে অবস্থানের পৃথকীকরণ সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে ––– করে।

ক. ত্বরান্বিত খ. ব্যাহত

গ. ব্যাহত ও ত্বরান্বিত ঘ. শক্তিশালী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পিটার ব্লাউয়ের মতে সামাজিক কাঠামো কি ?

২. মার্কসীয় ধারণায় উৎপাদন পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক কাঠামোর অমার্কসীয় মতবাদগুলো আলোচনা করুন।

২. সামাজিক কাঠামোর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন।

পাঠ-৩

সামাজিকীকরণ
Socialization

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন:

- *সামাজিকীকরণের ধারণা ও সংজ্ঞা*
- *সামাজিকীকরণের তত্ত্ব*
- *সামাজিকীকরণের বাহন*

ভূমিকা

প্রাণী জগতের মধ্যে মানুষের শৈশব সবচেয়ে দীর্ঘ এবং মানুষের শিক্ষা জীবনব্যাপী। মানুষকে জানতে হয় বিশাল জ্ঞান-ভান্ডারের একটি অংশকে। শিখতে হয় তার জটিল নিয়ম-কানুনের জালকে। এই গোটা প্রক্রিয়া সামাজিকীকরণ নামে পরিচিত। জন্মের পর থেকে মানব শিশু ক্রমাগত সমাজের নানা ভাবনা, জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করে। সমাজের পরিসরে বিকাশ লাভ করে তার শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য। অরণ্যে প্রাণীদের কাছে বড় হয়ে ওঠা বা মানব-সঙ্গহীনভাবে বেড়ে ওঠা দু'টি মানব শিশুর দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বলতে পারি যে, সমাজের বাইরে মানব শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়।

সংজ্ঞা

Oxford Concise Dictionary of Sociology-এর মতে, "সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা একই সাথে সমাজের শ্রেয়োবোধ এবং মূল্যবোধকে আত্তীকরণ এবং আমাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করে সমাজের সদস্য হতে শিক্ষা লাভ করি।"

"Socialization is the process by which we learn to become members of society, both by internalizing the norms and values of society, and also by learning to perform our social roles."

সামাজিকীকরণের তত্ত্ব

সামাজিকীকরণ বলতে আমরা সাধারণত: সামাজিকীকরণের চারটি তত্ত্বের কথা আলোচনা করে থাকি। এর মধ্যে ফ্রয়েডের তত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, তা মূলত: মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। অন্য তিনটি তত্ত্ব প্রদান করেছেন যথাক্রমে এরিক এইচ, এরিকসন, জর্জ মীড এবং জাঁ পিয়াঝে।

এরিকসনের তত্ত্ব

এরিক এইচ এরিকসন মনোবিজ্ঞানী হলেও, তাঁর তত্ত্ব গভীরভাবে সমাজ এবং ইতিহাস-সংলগ্ন। এরিকসনের মতে অহংকে সামাজিকীকরণের জন্য অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক

স্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্ষমতা সৃজন করতে হয়। এই ক্ষমতা সৃজন করতে পারলে ব্যক্তির মনোজগতের বিকাশ একভাবে হয় এবং না করতে পারলে ভিন্নভাবে হয়। মানব জীবনের আটটি স্তরে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়।

এরিকসনের মতে সামাজিকীকরণের আটটি স্তর রয়েছে যার পাঁচটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম স্তর হচ্ছে মৌল বিশ্বাস বনাম মৌল অবিশ্বাস Basic trust vs Basic mistrast। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ বনাম লজ্জা ও সন্দেহ Autonomy vs Shame and doubt। তৃতীয় স্তর হচ্ছে উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ Initiative vs Guilt। চতুর্থ স্তর হচ্ছে কর্মদ্যোগ বনাম হীনতাবোধ Industry vs Inferiority। পঞ্চম স্তর হচ্ছে আত্ম-পরিচিতি বনাম আত্ম-ব্যাপন Identity vs Self-diffusion।

শিশুর মনে মৌল বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের প্রক্রিয়া কাজ করে জন্ম থেকে এক বছরের মধ্যে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পর্ব বিস্তৃত দুই থেকে তিন বছর পর্যন্ত। চার থেকে ছয় বছরের মধ্যে তার মধ্যে সৃষ্টি হয় উদ্যোগ এবং সাত থেকে এগার বছরের মধ্যে কর্মদ্যোগ। বয়োঃপ্রাপ্তির সময়ে তার তৈরি হয়ে যায় আত্ম-পরিচিতি। শিশু যদি বিকাশের এই স্বাভাবিক পথ ধরে না এগোয় তাহলে তার মধ্যে বিপরীত প্রক্রিয়া কাজ করতে শুরু করে– তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হতে থাকে অবিশ্বাস, লজ্জা, অপরাধবোধ, হীনমন্যতা এবং আত্ম-পরিচিতির অভাব।

মীডের তত্ত্ব

জর্জ হাবার্ট মীডের তত্ত্বে শিশুর সামাজিকীকরণ ঘটে দু'টি স্তরের মধ্যে– প্রাক-কথন Preverbal এবং কথন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে। কথন পর্যায় বিভক্ত ভূমিকা গ্রহণের দু'টি উপ-পর্যায়ের মধ্যে-খেলা Play এবং খেলাধুলা Game। শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায়ে সে বাবা-মা, ভাই-বোনদের ভূমিকা গ্রহণ করে খেলা করে। এটি কিন্তু একই সাথে ভবিষ্যতের ভূমিকা শিক্ষা লাভের প্রক্রিয়া। অন্যদিকে গেম পর্বে কিশোর বা কিশোরী অন্যদের পরিবর্তনশীল ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের ভূমিকাকে পরিবর্তন করতে শেখে। ফুটবল বা ক্রিকেটে এটি লক্ষ্যণীয়।

পিয়াঝের তত্ত্ব

জাঁ পিয়াঝে শিশুর অবধারণার বিকাশের চারটি স্তর নির্দেশ করেছেন। সেন্সরী-মটর Sensory Motor পর্যায়ে (শিশুর বয়স ১৮ মাস পর্যন্ত) শিশু তার আশেপাশের বস্তু ও দ্রব্যের সাথে পরিচিত হতে চায়। প্রি-অপারেশনাল স্টেজ Preperational Stage-এ (সাত বছর বয়স পর্যন্ত) শিশু ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে শেখে, তবে তারা নিজের প্রয়োজন এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যের প্রয়োজন এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন করতে পারে না। কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজ Concrete Operational Stage (বয়স ১২ পর্যন্ত)-এ কিশোর-কিশোরী বিভিন্ন বস্তু এবং বিষয়ের মধ্যে জটিল সম্পর্ক বুঝতে শুরু করে। ফরমাল অপারেশনাল Formal Operational-এর স্তরে (১২ বছরের পর থেকে) তারা বিমূর্তভাবে চিন্তা করতে পারে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারে।

সামাজিকীকরণের বাহন

সামজিকীকরণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বাহন Agency খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মধ্যে পরিবার, বিদ্যালয়, সমবয়সী গোষ্ঠী, ধর্ম এবং গণমাধ্যম উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে সামাজিকীকরণে পরিবারের ভূমিকা কমে আসছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হয়ে পড়ছে টেলিভিশন। এটি উন্নয়নশীল দেশের জন্যও সত্য।

পরিবার

যুগ যুগ ধরে পরিবার সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যক্তি এবং বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে পরিবার সেতুবন্ধনের কাজ করে। পরিবার জৈব সত্ত্বাকে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। সমাজের মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ এবং ভাবনা শিশুর কাছে ক্রমশঃ হস্তান্তর করে পরিবার। পরিবারের স্নেহ এবং ভালবাসার বন্ধনের ভিতর দিয়ে সে যুক্ত হয় সমাজের সাথে। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজে পরিবার ছিল বিদ্যালয়। মানুষের পেশাগত জীবনও হয়তো আবর্তিত হত পরিবারের মধ্যে। পরিবারের স্নেহ এবং ভালবাসার বন্ধনের ভিতর দিয়ে সে যুক্ত হয় সমাজের সাথে। পরিবারের এই ভূমিকা এখন সংকুচিত হয়ে এসেছে।

বিদ্যালয়

পরিবারের পাশাপাশি বিদ্যালয় শিশুর মনোজীবন গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় শুধু পাঠদান করে না। বিদ্যালয়ে যে শৃঙ্খলা, যে নিয়মানুবর্তিতা কাজ করে তা শিশুকে কর্মজগতের জন্য উপযোগী করে তোলে। শিশুকে সমাজের নিয়মের মধ্যে আরো ঘনিষ্ঠভাবে বেঁধে ফেলে।

সমবয়সী গোষ্ঠী Peer group

সামাজিকীকরণে সমবয়সী গোষ্ঠীর ভূমিকা জটিল। সমবয়সী গোষ্ঠী পরিবার ও বিদ্যালয় থেকে ভিন্নভাবে কাজ করে। সমবয়সী গোষ্ঠীর মধ্যে মানুষ অনেক বেশি স্বতস্ফূর্ত এবং প্রাণবন্ত। সমবয়সী গোষ্ঠী একদিকে প্রতিযোগিতা তৈরি করে সমাজের মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে, অন্যদিকে নিজস্ব মূল্যবোধ তৈরি করে যা আধুনিক যুগে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

ধর্ম

সমাজের প্রথম থেকে ধর্ম তার মূল্যবোধের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে এসেছে। ধর্ম তাই সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজে ব্যক্তির নৈতিকতার মানদন্ড কি হবে তা অনেক সময়ে ধর্ম নির্দেশ করে। পরিবারে ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনের ভিতর দিয়ে শিশু ধর্মীয় আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তবে আধুনিক যুগে ধর্মের ভূমিকা হ্রাস পাচ্ছে। একই সাথে সামাজিকীকরণে ধর্মের স্থান সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

গণমাধ্যম

সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যম এবং এমনকি কম্পিউটার সামাজিকীকরণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেলিভিশনের কার্টুন, অন্যান্য অনুষ্ঠান ক্রমশ শিশুদের আকর্ষিত করছে এবং টেলিভিশনের চরিত্রগুলো অনুকরণযোগ্য মডেলে পরিণত হচ্ছে। শিশু সমাজের সাথে যুক্ত হচ্ছে টেলিভিশনের মাধ্যমে। এর ফলে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশ লাভ করছে অনেক দ্রুত গতিতে। তবে এর পাশাপাশি বিচ্যুতিও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে।

সারাংশ

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা একই সাথে সমাজের শ্রেয়োবোধ ও মূল্যবোধকে আত্তীকরণ এবং আমাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করে সমাজের সদস্য হতে শিক্ষা লাভ করি তাই হচ্ছে সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণের কয়েকটি তত্ত্ব রয়েছে। এ তত্ত্বগুলো দিয়েছেন যথাক্রমে এরিক এইচ এরিকসন, জর্জ মীড ও জাঁ পিয়াঝে।

এরিকসনের মতে অহংকে সামাজিকীকরণের জন্য অন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্ষমতা সৃজন করতে হয়। আর এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় মানব জীবনের আটটি স্তরে। আটটি স্তরের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি স্তর হচ্ছে– (১) মৌল বিশ্বাস বনাম মৌল অবিশ্বাস (২) আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বনাম লজ্জা ও সন্দেহ (৩) উদ্যোগ বনাম অপরাধবোধ (৪) কার্যদ্যোগ বনাম হীনতাবোধ ও (৫) আত্ম-পরিচিতি বনাম আত্মব্যাপন। জর্জ হাবার্ট মীডের তত্ত্বে প্রাককথন ও কথন পর্যায়– এ দু'টি স্তরে ঘটে শিশুর সামাজিকীকরণ। উল্লেখ্য যে, কথন পর্যায় বিভক্ত ভূমিকা গ্রহণের দু'টি উপপর্যায় খেলা ও খেলাধুলার মধ্যে। জাঁ পিয়াঝে তাঁর তত্ত্বে শিশুর অবধারণার বিকাশে (শিশুর বয়স ১৮ মাস পর্যন্ত), প্রি-অপারেশনাল স্টেজ (৭ বছর বয়স পর্যন্ত), কনক্রিট অপারেশনাল স্টেজে (বয়স ১২ পর্যন্ত) ও ফরমাল অপারেশনাল (১২ বছরের পর থেকে)– এ চারটি স্তরকে নির্দেশ করেছেন।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবার বিদ্যালয়, সমবয়সী গোষ্ঠী, ধর্ম এবং গণমাধ্যম প্রভৃতি বাহন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবার ব্যক্তি এবং বৃহত্তর সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে থাকে। পরিবারের স্নেহ ও ভালবাসার বন্ধনের ভিতর দিয়ে সে জড়িত হয় সমাজের সাথে ক্রমান্বয়ে মূল্যবোধ, শ্রেয়োবোধ ও ভাবনার হস্তান্তরে। পরিবারের সাথে সাথে বিদ্যালয় শিশুর মনোজীবন গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠদান ছাড়াও বিদ্যালয় শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে শিশুকে কর্মজগতের জন্য উপযোগী করে তোলে। সামাজিকীকরণে সমবয়সী গোষ্ঠীর ভূমিকা জটিল। সমবয়সী গোষ্ঠী একদিকে প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সমাজের মূল্যবোধকে করে শক্তিশালী। অন্যদিকে তৈরি করে নিজস্ব মূল্যবোধ যা সমাজ পরিবর্তনে রাখে ভূমিকা। সমাজের প্রথম থেকে ধর্ম মূল্যবোধের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে আসায় সামাজিকীকরণে তা পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অনেক সময় ধর্ম সমাজে ব্যক্তির নৈতিকতার মানদন্ড কি হবে তা নির্ধারণ করে। আধুনিক যুগে সামাজিকীকরণে ধর্মের স্থান ক্রমশ: সংকুচিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যমে এমনকি কম্পিউটারও সামাজিকীকরণে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন

১। সামজিকীকরণে ফ্রয়েডের তত্ত্ব হল–

ক. সমাজ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব　　খ. মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব

গ. নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব　　ঘ. উপরের সবগুলো

২। এরিকসনের মতে সামাজিকীকরণের কয়টি স্তর রয়েছে?

ক. ৫টি　　খ. ৬টি

গ. ৭টি　　ঘ. ৮টি

৩। প্রাক-কথন ও কথন পর্যায় কার তত্ত্বে লক্ষ্যণীয়?

ক. ফ্রয়েড　　খ. মীড

গ. এরিকসন　　ঘ. পিয়াঝে

৪। পিয়াঝের ফরমাল অপারেশন স্তর শুরু হয় কখন?

ক. ১২ বছরের পর　　খ. ১১ বছরের পর

গ. ১০ বছরের পর　　ঘ. ৮ বছরের পর

৫। সাম্প্রতিককালে সামাজিকীকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বাহন হয়েছে কোনটি?

ক. ধর্ম　　খ. সমবয়সী গোষ্ঠী

গ. পরিবার　　ঘ. টেলিভিশন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমাজিকীকরণের প্রধান বাহনগুলো কি কি ?

২. সমাজিকীকরণে মীডের তত্ত্বের সারমর্ম উল্লেখ করুন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিকীকরণ কি? সামাজিকীকরণের তত্ত্বগুলো আলোচনা করুন।

২. সামাজিকীকরণ বলতে কি বোঝেন? সামাজিকীকরণের বাহনগুলোর বর্ণনা দিন।